তথ্য কমিশন

প্রত্নতত্ত্ব ভবন (৩য় তলা)
এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

অভিযোগ নং ঃ ১০/২০১৫

অভিযোগকারী ঃ জনাব দেলাওয়ার বিন সিরাজ
পিতা-মৃত হাজী সিরাজ উদ্দিন
৩৯/১ বঙ্গবন্ধু এভিনিউ, ৪র্থ তলা
রুম নং-২০৬, ঢাকা-১০০০।

প্রতিপক্ষ ঃ জনাব মোঃ আমিরুল হাসান
উপ-মহাব্যবস্থাপক
ও
দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই)
জনতা ব্যাংক লিঃ
এম আই এস ডিপার্টমেন্ট, প্রধান কার্যালয়
১১০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

সিদ্ধান্তপত্র।

(তারিখ ঃ ২২-০২-২০১৫ ইং)

অভিযোগকারী জনাব দেলাওয়ার বিন সিরাজ ০৯-১১-২০১৪ তারিখে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ৮(১) ধারা অনুসারে জনাব শেখ জামিনুর রহমান (বর্তমানে- জনাব মোঃ আমিরুল হাসান), ডিজিএম ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জনতা ব্যাংক লিঃ, এম আই এস ডিপার্টমেন্ট, প্রধান কার্যালয়, ১১০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ বরাবরে নিম্নলিখিত তথ্য জানতে চেয়ে আবেদন করেন-

১. **জনতা ব্যাংকের সামাজিক দায়বদ্ধতার ৫ (পাঁচ) বছর ২০০৯-২০১৩ গ্রন্থে উল্লেখিত নিম্নোক্ত পৃষ্ঠা ও ক্রমিক নং অনুযায়ী সিএসআর তহবিল হইতে ব্যয়কৃত অর্থের বিতরণকৃত চেক বহির কাউন্টার ফয়েল ও ক্ষেত্রমতে সংশ্লিষ্ট ডাক্তারী সনদের এবং অনুদান প্রাপ্তির আবেদনপত্রের সত্যায়িত ফটোকপিঃ-**

পৃষ্ঠা নং-	ক্রমিক নং-
৭৬-৭৭-৭৮	সকল তথ্য
৮০	১, ২, ৪, ৫
৮৪	১, ২, ৫, ৬-১১
৮৫	১৯, ২০, ২৩, ২৮
৮৬	৩৩
৮৮	৭৭
৮৯	৮৬
৯০	৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৭
৯১	১০৭
৯৭	২১২-২১৮
অন্যান্য-সংযুক্তি “ক” ও “খ” অনুযায়ী	অন্যান্য-সংযুক্তি “ক” ও “খ” অনুযায়ী

০২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রার্থীত তথ্য না পেয়ে অভিযোগকারী ১০-১২-২০১৪ তারিখে জনাব ইফতেখার-উজ-জামান, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই), জনতা ব্যাংক লিঃ, এম আই এস ডিপার্টমেন্ট, প্রধান কার্যালয়, ১১০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি ২১-০১-২০১৫ তারিখে তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন।

০৩। বিষয়টি কমিশনের ২৯-০১-২০১৫ তারিখের সভায় আলোচনা করা হয়। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অভিযোগের বিষয়ে ১৮-০২-২০১৫ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি সমন জারী করা হয়। পরবর্তীতে অনিবার্য কারণবশত শুনানীর তারিখ ১৮-০২-২০১৫ এর পরিবর্তে ২২-০২-২০১৫ তারিখ শুনানীর দিন ধার্য করে সংশ্লিষ্ট পক্ষগণের প্রতি পুনরায় সমন জারী করা হয়।

(অঃ পৃঃ দ্রঃ)

০৪। শুনানীর ধার্য তারিখে অভিযোগকারী জনাব দেলাওয়ার বিন সিরাজ হাজির। প্রতিপক্ষ জনাব মোঃ আমিরুল হাসান, উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জনতা ব্যাংক লিঃ, এম আই এস ডিপার্টমেন্ট, প্রধান কার্যালয়, ১১০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা হাজির। অভিযোগকারী তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) এর নিকট ০১ নং অনুচ্ছেদে উল্লিখিত তথ্য চেয়ে আবেদন করেন। তথ্য না পেয়ে তিনি আপীল কর্তৃপক্ষ (আরটিআই) বরাবরে আপীল আবেদন করেন। আপীল আবেদন করার পরও কোন প্রতিকার না পেয়ে তিনি তথ্য কমিশনে অভিযোগ দাখিল করেন। ব্যাংক কর্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থে প্রায় ০৫ (পাঁচ) হাজার ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের তথ্য সন্নিবেশিত আছে। তার মধ্যে তিনি ৫৬৮ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের তথ্য চাচ্ছেন।

০৫। প্রতিপক্ষ উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জনতা ব্যাংক লিঃ, এম আই এস ডিপার্টমেন্ট, প্রধান কার্যালয়, ১১০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা তার বক্তব্যে উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্যের মধ্যে সিএসআর তহবিল হতে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে অনুদানের আবেদনপত্রের কপি অভিযোগকারীকে প্রদান করা হয় কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। কিন্তু বিতরণকৃত চেক এবং ডাক্তারী সনদপত্র প্রদান করলে ব্যক্তির নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা বিঘ্নিত হতে পারে বিধায় তা সরবরাহ করা হয়নি। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, অভিযোগকারী জনাব দেলাওয়ার বিন সিরাজ বিভিন্ন ভূয়া সংগঠনের নাম উল্লেখপূর্বক যথাক্রমে ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ এবং ১৭ (সতের) লক্ষ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকার অনুদান দাবী করেন। তার দাবী পূরন না করার কারণে তিনি ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে বিভিন্নভাবে হয়রানী করছেন।

০৬। কমিশন আবেদনকারীকে সিএসআর তহবিল হতে অনুদান প্রাপ্তির জন্য আবেদন করেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করলে তিনি আবেদন করার বিষয়টি স্বীকার করেন। তিনি আরো বলেন যে, তিনি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আবেদন দাখিল করেছেন।

০৭। সার্বিক বিবেচনায় কমিশনের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী চেক বহির কাউন্টার ফয়েল ও ডাক্তারী সনদপত্র ব্যক্তিগত গোপনীয় তথ্য বিধায় প্রদানযোগ্য তথ্য নয়। ৫৬৮ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অবশিষ্ট সকল তথ্য সরবরাহের কথা কমিশন উল্লেখ করলে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) তাতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। উল্লেখ্য, ব্যাংক কর্তৃপক্ষের বক্তব্য অনুযায়ী সিএসআর তহবিল হতে অনুদানের আবেদন দাখিল করার বিষয় অভিযোগকারী কর্তৃক স্বীকৃত হলেও প্রতিষ্ঠানগুলো ভূয়া কিনা সে বিষয়ে তদন্ত করার দায়িত্ব তথ্য কমিশনের নয়। এ বিষয়ে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে উপযুক্ত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিকট অভিযোগ দায়ের করতে পারেন।

পর্যালোচনা

উভয়পক্ষের এর বক্তব্য শ্রবণান্তে এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি পর্যালোচনান্তে পরিলক্ষিত হয় যে, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) অভিযোগকারীকে তার প্রার্থীত তথ্যের মধ্যে সিএসআর তহবিল হতে প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রে অনুদানের আবেদনপত্রের কপি অভিযোগকারীকে প্রদান করেছেন। জনতা ব্যাংকের 'সামাজিক দায়বদ্ধতার ৫ (পাঁচ) বছর' নামীয় প্রকাশিত গ্রন্থে অনুদান গ্রহণকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করা হলেও তাদের ঠিকানা উল্লেখ করা হয়নি দেখা যায় যাতে স্বচ্ছতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। ফলে ব্যক্তিগত তথ্য সরবরাহ করা হলে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এরূপ বক্তব্য গ্রহণযোগ্য নয় কারণ উক্ত তথ্য ইতোমধ্যে বই আকারে প্রকাশিত হয়েছে। তবে চেক বহির কাউন্টার ফয়েল ও ডাক্তারী সনদপত্র ব্যক্তিগত গোপনীয় তথ্য বিধায় এগুলো ব্যতীত অভিযোগকারীর প্রার্থীত ৫৬৮ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের অবশিষ্ট তথ্য কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী সরবরাহের নিশ্চয়তা প্রদান করায় অভিযোগটি নিষ্পত্তিযোগ্য মর্মে প্রতীয়মান হয়।

(অ: পৃ: দ্র:)

সিদ্ধান্ত।

বিস্তারিত পর্যালোচনান্তে নিম্নলিখিত নির্দেশনা প্রদানপূর্বক অভিযোগটি নিষ্পত্তি করা হলো ঃ-

১। তথ্যের মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে আগামী ১৫-০৩-২০১৫ তারিখ বা তদ্‌পূর্বে অভিযোগকারীকে ০৭ নং ক্রমিকের নির্দেশনা ও পর্যালোচনা অনুযায়ী তার প্রার্থীত ৫৬৮ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের তথ্য, ও তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ অনুযায়ী সরবরাহের জন্য উপ-মহাব্যবস্থাপক ও দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই), জনতা ব্যাংক লিঃ, এম আই এস ডিপার্টমেন্ট, প্রধান কার্যালয়, ১১০ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-কে নির্দেশনা দেয়া হলো।

২। তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা-৯ এবং তথ্য অধিকার (তথ্য প্রাপ্তি সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০০৯ এর বিধি-৮ অনুযায়ী সরবরাহকৃত তথ্যের মূল্য বাবদ আদায়কৃত অর্থ ১-৩৩০১-০০০১-১৮০৭ নং কোডে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (আরটিআই) কে নির্দেশ দেয়া হলো।

৩। নির্দেশনা বাস্তবায়ন/প্রতিপালন করে তথ্য কমিশনকে অবহিত করার জন্য উভয়পক্ষকে বলা হলো।

সংশ্লিষ্ট পক্ষগণকে অনুলিপি প্রেরণ করা হোক।

স্বাক্ষরিত	**স্বাক্ষরিত**	**স্বাক্ষরিত**
(প্রফেসর ড. খুরশীদা বেগম সাঈদ)	**(নেপাল চন্দ্র সরকার)**	**(মোহাম্মদ ফারুক)**
তথ্য কমিশনার	তথ্য কমিশনার	প্রধান তথ্য কমিশনার

[মিজান]